পুনর্বাসন পরিকল্পনা

সাউদার্ন চট্টগ্রাম এন্ড কালিয়াকৈর ট্রান্সমিশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

১. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি), বিদ্যুৎ সাবস্টেশন এবং ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণের জন্য "সাউদার্ন চট্টগ্রাম এন্ড কালিয়াকৈর ট্রান্সমিশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট" নামক প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রকল্পটিতে বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) ও Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) অর্থায়ন করছে। পুর্নবাসন পরিকল্পনা (RP) প্রস্তুতির উদ্দেশ্য হল সম্ভাব্য প্রভাবগুলি হ্রাস করা এবং প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা। এই পুনর্বাসন পরিকল্পনাটি জিওবি'র বিদ্যমান ভূমি অধিগ্রহণ আইন বা আইনি কাঠামো ও ক্ষতিপূরণ প্রদান, এবং AIIB'র অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন ESS-2 এর ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে।

বৈচিত্র্যময় উন্নয়নের জন্য নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ অনিবার্য। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সবার জন্য বিদ্যুৎ সহজলভ্য করতে একটি ভিশন নির্ধারণ করে। এই ভিশন বাস্তবায়নে পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান (PSMP) ২০১৬ এর লক্ষ্য হচ্ছে ২০৪১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে একটি বিশদ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নে সহায়তা করা। পরিকল্পনাটি PSMP'র পাঁচটি উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নির্ধারণ করেছে। PSMP'র অন্যতম প্রধান দিক হল দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদের (গ্যাস এবং কয়লা) যথাযথ উন্নয়ন ও ব্যবহার। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সবুজ জ্বালানির ব্যবহার ত্বরান্বিত করণ এবং উচ্চ-মান সম্পন্ন পাওয়ার নেটওয়ার্ক নির্মাণ। এই PSMP টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে সহায়তা করবে।

প্রকল্পটি প্রত্যাশিত পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাব বিবেচনায় AIIB'র এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল পলিসি (ESP) এবং এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল স্ট্যান্ডার্ডস (ESS) অনুযায়ী 'এ' শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। পুনর্বাসন প্রভাব নিরসনে প্রকল্পটির পরিকল্পনায় বিভিন্ন বিকল্প দিকগুলো প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে (due diligence) সনাক্ত ও তা বিবেচনা করে সম্পন্ন করা হয়েছে। এই পুর্নবাসন পরিকল্পনাটি জিওবি'র বিদ্যমান ভূমি অধিগ্রহণ আইন বা আইনি কাঠামো ও ক্ষতিপূরণ প্রদান, এবং AIIB'র অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন ESS-2 এর ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে। পুনর্বাসন পরিকল্পনাটি প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব বিশ্লেষণ পূর্বক একটি এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স প্রস্তুত করা হয়েছে যাতে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নগদ ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য পুনর্বাসন সহায়তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই পুনর্বাসন পরিকল্পনাটি বেশ কয়েকটি অনুমান এবং প্রাথমিক নকশার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, কারণ বিশদ এবং চূড়ান্ত নকশাগুলি এখনও শেষ হয়নি। অতএব, চূড়ান্ত নকশার ওপর ভিত্তি করে পিজিসিবি পুনর্বাসন পরিকল্পনাটি হালনাগাদ করবে এবং AIIB বরাবর দাখিল করবে। সমস্ত ক্ষতিপূরণ বাহ্যিক এবং অর্থনৈতিক স্থানচ্যুত হওয়ার পূর্বে প্রদান করা হবে।

২. পুনর্বাসন পরিকল্পনা তৈরিতে তথ্য ও তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল। তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে (ক)

জমির প্লট এবং তাদের মালিকদের সনাক্তকরণ, (খ) খানা জরিপ (গ) সম্পত্তি মূল্যায়ন জরিপ (PVS), এবং (ঘ) স্টেকহোল্ডার পরামর্শ। প্রাথমিকভাবে ৬ থেকে ১৭ জুলাই ২০২০ মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল, পরবর্তীতে ১২ থেকে ২৫ আগস্ট ২০২০ এবং ১৭ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন তহসিল অফিস যথাক্রমে কক্সবাজারের ঝিলংজা, টেকনাফের হ্নিলা, আনোয়ারার বারাসাত এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস থেকে ভূমি তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি, রাইট-অব-ওয়ে (RoW)'র মধ্যে বিদ্যমান সকল খানাসমূহের জরিপ এবং ক্ষতির তালিকা নিরূপণ করা হয়।

৩. এই প্রকল্পের অধীনে ১৮৪.০৭ কিলোমিটার ট্রান্সমিশন লাইনসহ মোট চারটি সাবস্টেশন নির্মাণ করা হবে। প্রস্তাবিত সাবস্টেশনগুলো চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলা, কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার সদর ও টেকনাফ উপজেলা এবং গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটিতে নির্মাণ করা হবে। সাবস্টেশনগুলো নির্মাণের জন্য মোট ৪০ একর জমির প্রয়োজন হবে। প্রস্তাবিত ২৩০/৩৩ কেভি জিআইএস সাবস্টেশন বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটির নিজস্ব ৫ একর জমির ওপর নির্মাণ করা হবে। ভূমি হস্তান্তরের নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (BHTPA) পিজিসিবিকে উক্ত ৫ একর জমি হস্তান্তর করবে। অবশিষ্ট ৩৫ একর জমির মধ্যে আনোয়ারা সাবষ্টেশনের (২৩০/১৩২/৩৩ কেভি জিআইএস) জন্য ২০ একর, কক্সবাজার (২৩০/১৩২/৩৩ কেভি জিআইএস) ১০ একর এবং টেকনাফ (১৩২/৩৩ কেভি জিআইএস) ৫ একর অধিগ্রহণের আগে পুনর্বাসন পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। এছাড়াও, ট্রান্সমিশন টাওয়ার নির্মাণের জন্য মোট ৩২.৭৫ একর জমির প্রয়োজন হবে। নতুন বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০ অনুযায়ী, যেসব জমির ওপর টাওয়ার নির্মাণ করা হবে তাদের মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।

৪. অধিগ্রহণভূক্ত সাবস্টেশনগুলো নির্মাণের কারণে মোট ২৩৩টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ-ছাড়াও, উক্ত সাবস্টেশনের জমি অধিগ্রহণের কারণে ১৭ জন বর্গাচাষী ও ৬৯ জন দিনমজুর উপার্জন বা আয় থেকে বঞ্চিত হবে। সাবস্টেশনগুলো নির্মাণের জন্য মোট ১১টি গাছ কাটার প্রয়োজন হবে যা শুধুমাত্র আনোয়ারা সাবস্টেশনের জন্য নির্ধারিত জমিতে অবস্থিত।

৫. এই প্রকল্পের অধীনে কোন ভূগর্ভস্থ ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণ নেই। এই প্রতিবেদনটিতে আনোয়ারা, কক্সবাজার এবং টেকনাফ সাবস্টেশন এবং ১৮৪.০৭ কিমি ট্রান্সমিশন লাইনের পুনর্বাসন পরিকল্পনার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ট্রান্সমিশন রুট অনুযায়ী, প্রকল্পে মোট ৭৬৩টি টাওয়ার নির্মাণ করতে হবে, যার মধ্যে ২২৩ টি অ্যাঙ্গেল টাওয়ার এবং ৫৪০ টি সাসপেনশন টাওয়ার। ৭৬৩ টি টাওয়ারের মধ্যে, ৪২০টি কৃষি জমিতে নির্মাণ করা হবে। যার ফলে মোট ১৮.০৭ একর কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০ অনুযায়ী, যদি টাওয়ার নির্মাণের কারণে জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে বাজার মূল্য অনুযায়ী জমির ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সমীক্ষায় দেখা যায়, টাওয়ার নির্মাণের জন্য মোট ৩২.৭৫ একর জমির প্রয়োজন হবে। এ-ছাড়া, ১৫টি পরিবারকে প্রস্তাবিত ট্রান্সমিশন লাইনের রাইট-অব-ওয়ে (RoW) এর মধ্যে পাওয়া যায়। ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণের কারণে মোট ২৬৭৮৭টি গাছ কাটার প্রয়োজন হবে। রি-রুটিং (rerouting) এর কারনে লাইনটি সরকারি মালিকানাধীন/ পতিত জমির মধ্য দিয়ে যাবে তাই বর্গাচাষী বা ক্ষতিগ্রস্তলোকের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে, তবে বাস্তবায়নকালে কোন সমস্যা দেখা দিলে সমস্যাগুলি চেক সার্ভে রিপোর্টের ভিত্তিতে GoB এবং AIIB গাইডলাইন অনুযায়ী প্রকল্প অফিস/ কনসালটেন্ট/ ঠিকাদার দ্বারা সমাধান করা হবে এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনা

যথাযথভাবে আপডেট করা হবে।

৬. ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে পুরুষ-মহিলার অনুপাত ১০০:১১৩ যেখানে জাতীয় গড় ১০০:১০০.৩। গড়ে প্রতিটি পরিবারে ৫.৭২ জন সদস্য বাস করে যেখানে জাতীয় গড় ৪.০৬ । সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রায় ৯.৬% পরিবারের সদস্য এইচএসসি বা সমমান এবং একই সংখ্যক গ্র্যাজুয়েশন ও এর অধিক শিক্ষাশ্রেণি সম্পন্ন করেছে। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পৃক্ত যেমন- ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা (৩২%) , সরকারি চাকুরি (২৪%) এবং কৃষিকাজ (১০%)। প্রায় ২০ জন মহিলা বিভিন্ন আয় সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ডে (IGA) নিয়োজিত এবং তাদের মধ্যে ৮ জন (৪০%) সরকারি কর্মচারী। পরিবারের গড় মাসিক আয় হলো ১১,১৫৬ টাকা, যেখানে জাতীয় গড় ১৫,৯৪৫ টাকা।

৭. এ সমীক্ষায় ৬৩ জন স্টেকহোল্ডারের সাথে মোট ৩টি গণ পরামর্শক সভা (public consultations meeting) করা হয়েছে এবং ৫২ জন স্টেকহোল্ডারের সাথে মোট ৬টি দলীয় আলোচনা (FGDs) করা হয়েছে। সাবস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় গণ পরামর্শক সভা এবং দলীয় আলোচনা পরিচালিত হয়েছিল। সভায় স্টেকহোল্ডাররা তাদের বিভিন্ন সমস্যা, চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষাগুলো উপস্থাপন করেন। তাঁরা প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কাছে কোন ঝামেলা ছাড়াই ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের সঠিক ক্ষতিপূরণ আশা করে। অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা যে, প্রস্তাবিত ট্রান্সমিশন লাইন বিদ্যালয়, মসজিদ, কবরস্থান, মাদ্রাসা এবং আবাসিক স্থাপনাসহ সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো এড়িয়ে নির্মাণ করার জন্য। অংশগ্রহণকারীরা আরো প্রত্যাশা করে যে, প্রকল্পটি এলাকার অর্থনৈতিক, শিল্প এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে বেগবান করার পাশাপাশি কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

৮. এই পুনর্বাসন পরিকল্পনাটি বাংলাদেশ সরকারের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (ARIPA) এবং এআইআইবি'র অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন ইএসএস-২ এর পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো, ২০১৬ (সংশোধিত ফেব্রুয়ারি ২০১৯) ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে। ARIPA ২০১৭ অনুসারে, ক্ষতিগ্রস্ত জমি, অবকাঠামো, গাছ, ফসল এবং উক্ত অধিগ্রহণের ফলে সৃষ্ট অন্যান্য ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই ধরনের নির্ধারিত ক্ষতিপূরণকে বলা হয় আইনের অধীন নগদ ক্ষতিপূরণ (CCL)। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক মূল্যায়িত মূল্যের ওপর ২০০% এবং স্থায়ীভাবে ফসল, অবকাঠামো এবং আয়ের ক্ষতির জন্য আরও ১০০% পারিতোষিক যুক্ত করে মোট মূল্য চূড়ান্ত করবে। এই পুনর্বাসন পরিকল্পনাটি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ আইন ২০১৮ এবং বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০ এর প্রযোজ্য বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা হয়েছে। উক্ত আইন ও বিধানটি প্রতিস্থাপন খরচগুলোকে নগদ ক্ষতিপূরণের সাথে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের স্থানান্তর এবং পুনর্বাসনের সাথে জড়িত প্রতিকূল প্রভাব প্রশমনের ব্যবস্থা করে। এই নীতির উপর ভিত্তি করে এই প্রকল্পের জন্য পুনর্বাসন ম্যাট্রিক্স প্রস্তুত করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের জন্য সম্পত্তির মূল্যায়ন সমীক্ষায় (property valuation survey), যে সমস্ত সম্পদ গ্রহণ করা হবে তার প্রাক্কলিত ব্যয় প্রতিস্থাপন ব্যয়ের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়। প্রতিস্থাপন ব্যয় জমি এবং ফসলের সিসিএল মূল্য (আইন ২০১৭ অনুসারে) বিদ্যমান বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিরুপন করা হয়। সম্পদ অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণের নির্ণয় ও প্রদানের জন্য প্রতিস্থাপন খরচের অন্তর্ভূক্তি AIIB ESS 2- এর পুনর্বাসন নীতি অনুযায়ী সম্পদের বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই করে নির্ধারণ করে করা হয়েছে (প্রতিস্থাপন খরচের অংশ হিসাবে জমির পরিচালনা ব্যয় আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়েছে যা এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্সে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে)। বিদ্যমান বাজার মূল্য PVAC দ্বারা পরবর্তীতে পর্যালোচনা, যাচাই এবং নির্ধারিত হবে। তবে CCL এবং PVAC'র মূল্য হারের

মধ্যে পার্থক্য থাকলে তা প্রকল্পের জন্য গৃহীত সম্পদের প্রতিস্থাপন খরচ হিসাবে প্রদান করা হবে।

৯. এই প্রকল্পের প্রভাবসমূহের মাত্রা (degree of impacts) যেমন (ক) সার্বিক স্থানান্তরের সুযোগ- অর্থনৈতিক এবং বাহ্যিক উভয় দিক থেকে এবং (খ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ঝুঁকির মাত্রার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক ঝুঁকি এবং তাদের প্রভাবগুলির একটি বিশদ বিশ্লেষণ এই পুনর্বাসন পরিকল্পনাতে একটি সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (SIA) সমীক্ষার মাধ্যমে করা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসনের সাথে সম্পর্কিত প্রভাবগুলি নিশ্চিত করার জন্য কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে যা পরবর্তীতে পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় অনুসরণ করা হবে, যার মধ্যে রয়েছে - যেকোনো জমি অধিগ্রহণ, ভূমি ব্যবহারের স্বত্ব পরিবর্তন, কোন স্থানান্তর এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জীবিকা পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে ক্ষতিগ্রস্তদের জীবন এবং জীবিকা আরও ঝুঁকিপূর্ণ না হয় এবং যেখানে সম্ভব পুনর্বাসনের ফলে তাদের জীবন উন্নত হয়।

১০. পুনর্বাসন পরিকল্পনাটিতে একটি দ্বি-স্তর বিশিষ্ট অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি (Grievance Redress Mechanism) প্রস্তাব করা হয়েছে। এই অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতির মৌলিক উদ্দেশ্য হল, প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের সময় স্থানীয়ভাবে আনিত পুনর্বাসন সংক্রান্ত যেকোন অভিযোগের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে আলোচনা করে অভিযোগ প্রতিকার কমিটির মাধ্যমে তা সমাধানের ব্যবস্থা করা যা সামাজিক ও পরিবেশগত কর্মপরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সহজতর করবে। অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতিটি বাস্তবায়িত হবে অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (Grievance Redress Committee) গঠনের মাধ্যমে। অভিযোগ প্রতিকার কমিটিগুলো প্রতিষ্ঠিত হবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের গেজেট/প্রজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে; অতএব, অভিযোগ প্রতিকার কমিটি হবে আইনিভাবে গঠিত একটি সংঘবদ্ধ দল। একটি দ্বি-স্তর bottom-up অভিযোগ প্রতিকার কমিটি এই প্রকল্পের জন্য প্রস্তাব করা হবে (১) ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় অভিযোগ প্রতিকার কমিটি এবং (২) প্রকল্প পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার কমিটি।

১১. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে পুস্তিকা প্রকাশ, গণ পরামর্শ এবং সভার মাধ্যমে তথ্য জানানো হবে, যেহেতু তাদের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ বা অভিযোগের সমাধান পাওয়ার অধিকার আছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রতিনিধি, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধি ও আইএনজিও কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে অভিযোগ প্রতিকার কমিটি ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে। স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার কমিটির অমীমাংসিত অভিযোগগুলি পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য প্রকল্প পর্যায়ের অভিযোগ প্রতিকার কমিটি'র নিকট পাঠানো হবে। অভিযোগ দাখিলের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে অভিযোগ প্রতিকার কমিটি তা নিষ্পত্তি করবে।

১২. জমি অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, ডিসি অফিস, বন বিভাগ, আইএনজিও, ক্ষতিগ্রস্ত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ছাড়াও নারী সদস্যদের সাথে নিয়ে তাদের সম্পদ (যেমন- জমি, ফসল, গাছ ইত্যাদি) যা প্রকল্প দ্বারা অধিগ্রহণ করা হবে সেগুলোর যৌথ যাচাই করণ (joint verification) সম্পূর্ণ করবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন, বাস্তবায়নকারী সংস্থা আইএনজিও-কে পুর্নবাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে নিযুক্ত করবে। উপরন্তু, একজন পরামর্শক পুনর্বাসন পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়োগ করা হবে।

১৩. পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মোট প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ১৩৭৫.৪০ মিলিয়ন

টাকা (ইউএসডি ১৬.৪ মিলিয়ন)। এই ব্যয়ের মধ্যে জমি, ফসল এবং গাছের ক্ষতিপূরণ সহ অন্যান্য পুনর্বাসন সুবিধা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জমির CCL মূল্য জমির বর্তমান মৌজা মূল্যের সাথে ২০০% পারিতোষিক সহ বিবেচনা করা হয় এবং ফসল ও গাছের ক্ষতিপূরণের জন্য বাজার মূল্য বিবেচনা করা হয়েছে। বাজেটের সিংহভাগ (প্রায় ৬২%) সাবস্টেশনের জমি অধিগ্রহণ এবং টাওয়ার নির্মাণের ক্ষতিপূরণ বাবদ হিসাব করা হয়েছে। প্রক্কলিত ব্যয়ে পুর্নবাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং এর বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ খরচ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাজেটের সাথে কন্টেনজেন্সি খরচও বিবেচনা করা হয়। জমির আকার এবং দামের যে কোন তারতম্যের ক্ষেত্রে এই খরচগুলি হালনাগাদ এবং সমন্বয় করা যেতে পারে।

১৪. পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মোট দুই বছর সময় নির্ধারন করা হয়েছে। যে কোন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি বা উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য অতিরিক্ত ছয় মাস বিবেচনা করা হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্য কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে বাস্তবায়নকাল চূড়ান্ত করা হবে।

১৫. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E), বাস্তবায়নকারী সংস্থা (IA)-কে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন যে কোনো সমস্যার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সহায়তা করবে। এছাড়াও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে প্রকল্পের ত্রুটি, প্রক্রিয়াগত দুর্বলতা, নীতির অপ্রতুলতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা চিহ্নিত করতে এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিকভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে। অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ পিজিসিবি'র পরিবেশ ও সামাজিক ইউনিট (ESU) দ্বারা পরিচালিত হবে। বাহ্যিক পরিবীক্ষণ পরামর্শকের (External RP Monitoring Consultant) দায়িত্ব হলো পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যক্রমগুলো মূল্যায়ন করা। পরিবীক্ষণ পরামর্শক (১) ষান্মাসিক পুনর্বাসন প্রতিবেদন (পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরুর প্রতি ছয় মাস পর পর) এবং (২) পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সমাপ্তির প্রতিবেদন (পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে) জমা দিবেন।

এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স

এই এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্সটি বাংলাদেশ সরকারের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (ARIPA) ও AIIB'র অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন ESS-2 এর পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো (ESF), ২০১৬ (সংশোধিত ফেব্রুয়ারি ২০১৯) এবং প্রকল্প এলাকার অধীনে সংশ্লিষ্ট উপজেলা গুলির ভূমি অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। টাওয়ার নির্মাণের ক্ষেত্রে কৃষি জমি ও ফসলের ক্ষতিপূরণ এবং ট্রান্সমিশন লাইনের রাইট-অব-ওয়ে (RoW) -র ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহের সম্পদের ক্ষতিপূরণ বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০ অনুযায়ী বিবেচনা করা হয়েছে। এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স সম্ভাব্য ক্ষতির প্রভাবের ধরন চিহ্নিত করে এবং প্রতিটি ধরনের ক্ষতির জন্য এনটাইটেলমেন্ট নিরুপণ করে। নিম্নোক্ত ম্যাট্রিক্সটি ভূমি, ফসল ও গাছের ক্ষতি পূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট এনটাইটেলমেন্টের একক ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে।

সারণি-১: পুর্নবাসন পরিকল্পনার এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স

স্বত্ববান (Entitled) ব্যক্তি	স্বত্বসমূহ (Entitlements)	আবেদন প্রক্রিয়া	দায়িত্ব
ক্ষতির খাত-১: সাবস্টেশনের জন্য কৃষি জমির ক্ষতি			
• বৈধ মালিক (গণ), ডিসি দ্বারা নির্ধারিত • ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত অধিগ্রহণকৃত জমির সহ-অংশীদার	• আইনের অধীনে নগদ ক্ষতিপূরণ (CCL), যার মধ্যে রয়েছে ২০০%পারিতোষিক; • বিদ্যমান ফসলের জন্য ক্ষতিপূরণ; • অন্যান্য ক্ষতিপূরণ এবং সুবিধাসমূহ জমি অধিগ্রহণ (LA) আইন অনুযায়ী	• ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত জমির বাজার মূল্য। • বিদ্যমান ফসল কাটার জন্য দুই মাস পূর্বে বিজ্ঞপ্তি জারি করা।	• PIU/IA সার্বিক বাস্তবায়ন এবং সমন্বয় করবে; • ডিসি সমস্ত বৈধ মালিকদের CCL প্রদান করবে; • PIU/IA ক্ষতিগ্রস্তদের পুর্নবাসন পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করতে ও তথ্য হালনাগাদ করতে সহায়তা করবে।
ক্ষতির খাত-২: টাওয়ার নির্মাণের জন্য কৃষি জমির ক্ষতি			
• AC Land and INGO দ্বারা নির্ধারিত বৈধ মালিক (গণ)	• বৈধ জমির মালিকদের এককালীন নগদ ক্ষতি পূরণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের	• AC Land দ্বারা নির্ধারিত জমির বাজার মূল্য	• INGO ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে; • PIU/IA সার্বিক বাস্তবায়ন এবং সমন্বয় করবে;

স্বত্ববান (Entitled) ব্যক্তি	স্বত্বসমূহ (Entitlements)	আবেদন প্রক্রিয়া	দায়িত্ব
	ক্ষতিপূরণ		
ক্ষতির খাত-৩: কৃষি জমির ক্ষতি (অতিরিক্ত অনুদান/পুনর্বাসন সুবিধা)			
• বৈধ মালিক (গণ) ডিসি দ্বারা নির্ধারিত • সহ-অংশীদার (Co-sharers) মূল বৈধ মালিকের দলিল/রেকর্ড দ্বারা নির্ধারিত হবে	• প্রযোজ্য ক্ষেত্রে CCL- এ টপ-আপ পেমেন্ট হিসেবে প্রতিস্থাপন খরচ বিবেচনা করতে হবে; • বৈধ অর্পিত অনাবাসিক (vested non-resident) সম্পত্তির জন্য (ইজারা ব্যতিত) ভাড়া ভাতা ডিসি'র নির্ধারিত সমতুল্য হারে প্রদান করা;	• ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত জমির বাজার মূল্য। • বিদ্যমান ফসল কাটার জন্য দুই মাস পূর্বে বিজ্ঞপ্তি জারি করা। • ফসলের সময় আনুমানিক বাজার মূল্য ডিসি দ্বারা নির্ধারিত হবে। • বিদ্যমান ফসল কাটার জন্য আগাম নোটিশ জারি করতে হবে।	• PIU/IA সার্বিক বাস্তবায়ন এবং সমন্বয় করবে; • ডিসি সকল বৈধ মালিকদের CCL প্রদান করবে; • PIU/IA প্রকল্পের সম্পত্তি মূল্যায়ন কমিটি (PVAC) এবং INGO'র সহায়তায় প্রতিস্থাপন খরচ নির্ধারণ করবে।
ক্ষতির খাত-৪: বিদ্যমান ফসলের ক্ষতি			
• চাষী (ফসল রোপণকারী ব্যক্তি), মালিক, ইজারাদার, ভাড়াটিয়া, সহ-অংশীদার, ইত্যাদি।	• বিদ্যমান ফসলের ক্ষতিপূরণ - দুই মৌসুমের জন্য ১০০০ টাকা প্রতি শতক। • ক্ষতিপূরণ ছাড়াও ফসল এবং গাছপালা চাষী ভোগ করবে।	• ফসল কাটার সময় ফসলের আনুমানিক বাজার মূল্য ডিসি দ্বারা নির্ধারিত হবে। • বিদ্যমান ফসল কাটার জন্য আগাম নোটিশ জারি করতে হবে।	• ডিসি জেলা পর্যায়ে কৃষি বিপণন বিভাগের সহযোগিতায় ফসলের বাজার মূল্য নির্ধারণ করবে।
ক্ষতির খাত-৫: বিদ্যমান ফসলের ক্ষতি (অতিরিক্ত অনুদান/পুনর্বাসন সুবিধা)			
• চাষী কিংবা মালিক, ইজারাদার, ভাড়াটিয়া, সহ-অংশীদার ইত্যাদি (আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক	• স্থানীয় জনগণ কর্তৃক সরকারি জমিতে রোপিত ফসলের বাজার মূল্য নির্ধারণ	• ফসল কাটার সময় আনুমানিক বাজার মূল্য, PVAC দ্বারা নির্ধারিত হবে। • বিদ্যমান ফসল কাটার জন্য আগাম	• PIU/IA

স্বত্ববান (Entitled) ব্যক্তি	স্বত্বসমূহ (Entitlements)	আবেদন প্রক্রিয়া	দায়িত্ব
ব্যবস্থা) PVAC দ্বারা চিহ্নিত করা হবে।	করা হবে; বিদ্যমান ফসলের বৈধ মালিককে CCL-এর ওপর টপ-আপ পেমেন্ট বিবেচনা করবে (যদি থাকে) • ক্ষতিপূরণ ছাড়াও ফসল চাষী ভোগ করবে।	নোটিশ জারি করতে হবে।	
ক্ষতির খাত ৬ : ভূমির মালিকানাসহ গাছের ক্ষতি এবং সরকারি জমির ওপর বিদ্যমান গাছের মালিক/ইজারাদার			
• ডিসি কর্তৃক চিহ্নিত বৈধ মালিক/স্বত্ববান ব্যক্তি । • সরকারি বা অন্যান্য জমিতে বিদ্যমান গাছের মালিক/ইজারাদার, যা সমীক্ষা দ্বারা চিহ্নিত • বন বিভাগ, জেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, সরকারি জমিতে বিদ্যমান গাছের মালিক/ইজারাদার ।	• কাঠের গাছ এবং বাঁশ: ডিসি বিদ্যমান গাছের জমির মালিকদের জন্য CCL নির্ধারণ করবে এবং, CCL এবং RV'র মধ্যে পার্থক্য নির্ধারন করবে। • ফলের গাছের জন্য: ডিসি বিদ্যমান গাছের জমির মালিকদের জন্য নির্ধারণ করবে এবং PVAC, CCL এবং RV'র মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করবে। • ফল গাছের ক্ষতিপূরণ কাঠের মূল্যের	• কাট-অফ (cut-off date) তারিখে সাব-স্টেশন এবং ট্রান্সমিশন রুটে অবস্থিত সমস্ত গাছ এবং উদ্ভিদের জন্য প্রযোজ্য।	• • ডিসি জেলা পর্যায়ে বন বিভাগের সহযোগিতায় গাছের বাজার মূল্য নির্ধারণ করবে এবং ২০০% বৃদ্ধি করে আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণ (CCL) চূড়ান্ত করবে।

স্বত্ববান (Entitled) ব্যক্তি	স্বত্বসমূহ (Entitlements)	আবেদন প্রক্রিয়া	দায়িত্ব
	৩০% অথবা • কাঠের গাছ এবং বাঁশ: গাছের ক্ষতিপূরণ বন বিভাগের দর অনুযায়ী PVAC দ্বারা নির্ধারিত হবে, যা জমির মালিকানা ব্যতিত ও গাছের বৈধ মালিক/ইজারা দার পাবে। • ফলের গাছের জন্য: গাছের ক্ষতিপূরণ বন বিভাগের দর অনুযায়ী PVAC দ্বারা নির্ধারিত হবে, যা জমির মালিকানা ব্যতিত ও গাছের বৈধ মালিক/ইজারা দার পাবে। • ফল গাছের ক্ষতিপূরণ কাঠের মূল্যের ৩০% • পিজিসিবি প্রদত্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গাছের মালিককে (উভয় ক্ষেত্রেই) গাছ কাটা এবং বিনা খরচে নিতে		

স্বত্ববান (Entitled) ব্যক্তি	স্বত্বসমূহ (Entitlements)	আবেদন প্রক্রিয়া	দায়িত্ব
	দেওয়া হবে।		
ক্ষতির খাত ৭ : আয়ের ক্ষতি (কৃষি শ্রমিকের মজুরি)			
• অধিগ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মচারী /মজুরি যারা সমীক্ষা দ্বারা চিহ্নিত।	• নগদ অনুদান ৩০,০০০ টাকা (যা ৩ মাসের গড় আয়ের সমান)।	• ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে অন্তত বারো মাস ধরে অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকের কর্মচারী/মজুর হতে হবে।	• ক্ষতিগ্রস্ত কর্মচারীর/মজুরির প্রাথমিক যোগ্যতা সমীক্ষা এবং/ অথবা যৌথ যাচাইকরণ (Joint Verification) দ্বারা চিহ্নিত করা হবে। • কোন দাবি এবং অভিযোগ যদি থাকে তা অভিযোগ প্রতিকার কমিটি দ্বারা প্রতিকার করা হবে।
ক্ষতির খাত ৮ : পিছিয়ে-পড়া পরিবারকে (Vulnerable Households) অর্থ সহায়তা			
• দারিদ্র্য সীমার নিচে এবং যাদের পরিবারের প্রধান বয়স্ক, প্রতিবন্ধী এবং অতি দরিদ্র।	• অন্যান্য ক্ষতিপূরণ ছাড়াও এককালীন অনুদান হিসাবে ১০,০০০ টাকা।	• সমীক্ষার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা হবে এবং তাদের আয় এবং জীবিকা সহায়তা প্রদান করা হবে	• পিজিসিবি পুর্নবাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী NGO'র সহায়তায়
ক্ষতির খাত ৯ : মাছ চাষীদের জীবিকার ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ			
• মৎস্য চাষীরা যারা ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপনের কারণে সাময়িকভাবে উৎপাদন/জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	• সাময়িক ক্ষতির জন্য এককালীন অনুদান হিসাবে ২,০০,০০০ টাকা মেট্রিক টন প্রতি প্রদান করা হবে	• ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণকালীন সমীক্ষার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষীদের চিহ্নিত করা হবে	• পিজিসিবি পুর্নবাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী NGO'র সহায়তায়

স্বত্ববান (Entitled) ব্যক্তি	স্বত্বসমূহ (Entitlements)	আবেদন প্রক্রিয়া	দায়িত্ব
ক্ষতির খাত ১০ : দরিদ্র মহিলা-প্রধান পরিবারকে অতিরিক্ত অর্থ সহায়তা			
• মহিলা-প্রধান পরিবার এবং দারিদ্র্য সীমার নিচে	• অন্যান্য ক্ষতিপূরণ ছাড়াও এককালীন অনুদান হিসাবে ১০,০০০ টাকা।	• সমীক্ষার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা হবে এবং তাদের আয় এবং জীবিকা সহায়তা প্রদান করা হবে	• পিজিসিবি পুর্নবাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী NGO'র সহায়তায়
ক্ষতির খাত ১১ : নির্মাণের সময় সাময়িক প্রভাব			
• পরিবার/ব্যক্তি অথবা নির্মাণ কাজ দ্বারা প্রভাবিত সম্প্রদায়	• নির্মাণ সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি মূল সড়ক থেকে টাওয়ার/সাব স্টেশনে পৌঁছাতে অবকাঠামো, জমি বা ফসলের উপর যে কোন ক্ষতির ক্ষতিপূরণ ঠিকাদার বহন করবে • জমির মালিকের লিখিত অনুমোদন এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে প্রস্তাবিত সাবস্টেশন/টাওয়ারের বাইরের জমিগুলির সাময়িক ব্যবহার করতে পারবে • ব্যবহৃত জমি	• সাময়িক প্রভাব ও ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য PGCB একটি বিশেষ জরিপ পরিচালনা করবে । • এনটাইটেলমন্ট ম্যাট্রিক্স পলিসি অনুযায়ী পিজিসিবি দ্বারা স্বত্বসমূহ অনুমোদিত হবে।	• PIU/পুর্নবাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী NGO/ঠিকাদার

স্বত্ববান (Entitled) ব্যক্তি	স্বত্বসমূহ (Entitlements)	আবেদন প্রক্রিয়া	দায়িত্ব
	মালিকের কাছে পূর্বের অবস্থায় ফেরত দেওয়া হবে।		